APR. 0 4 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

### ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# হল মেরামতের টাকার কমিশন ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রলীগ দু গ্রুপে সংঘর্ষ গোলাগুলি

**বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের রিপিয়ারিং বাবদ ২০ লাখ টাকার কমিশন ভাগাভাগি ও হল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে গত সোমবার রাতে ছাত্রলীগের দু গ্রুপ সন্ত্রাসীর মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া, সংঘর্ষ এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করলেও হল প্রভোস্ট গতকাল মঙ্গলবার তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। হলে বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে, অবৈধ অস্ত্রের আমদানি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত রমজান মাস থেকে সূর্যসেন হলে ২০ লাখ টাকার রিপিয়ারিং কাজ চলছে। এ কাজের চাঁদা হিসেবে হলের ছাত্রলীগের জনৈক নেতাসহ তার সহযোগীরা ২ লাখ টাকা আদায় করে। কিন্তু এ টাকা অন্য নেতাকর্মীদের না দেয়ায় তারা আগে থেকেই ক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশেষে হলের কমিটি থেকে এসব ক্ষিপ্ত নেতাকর্মীকে বাদ দেয়ার গুঞ্জনে রাসেল-তারেকের নেতৃত্বে বিদ্রোহী গ্রুপ সৃষ্টি হয়। অন্য গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় হলের ছাত্রলীগ সভাপতি মনির হোসেন।

জানা গেছে, গত সোমবার সকালে হরতালবিরোধী মিছিলে আসার জন্য বিদ্রোহী গ্রুপের রাসেল-মাসুমসহ কয়েকজন মনির গ্রুপের বাশারকে মারধর করে। পরে এ ঘটনায় মনির গ্রুপের নেতাকর্মীরা মাসুমকে হল থেকে বের করে দেয়। কিন্তু সন্ধ্যায় বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীরা মাসুমকে হলে নিয়ে আসলে মনির গ্রুপের সাথে বিদ্রোহী গ্রুপের কথাকাটাকাটি হয়। খবর পেয়ে রাত ৯টার সময় পুলিশ হলে অভিযান চালায়। এ সময় হলে পর্যাপ্ত অস্ত্র থাকলেও পুলিশ কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। অভিযানের কয়েক ঘণ্টা পর রাত ১২টার সময় আবারো দু গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয় এবং ৫/৬ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। পরে খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক এ. কে আজিম ঘটনাস্থলে এসে উভয়পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে সমঝোতা করতে চাইলে আবারো দু গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয়। এ সময় মামুন ও বাশার আহত হয়। পরে রাত আড়াইটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক খলিলুর রহমান ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলে পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতরা হলো ঃ কামরুজ্জামান সোহাগ, একরাম মিয়া, সৈয়দ রাসেল আহমেদ, সুমন মেহেদী, আবদুল্লাহ আল নোমান, হাসানুল্লাহ বাশার, আনোয়ার হোসেন জুয়েল, রেজাউল ইসলাম রেজা, তানভীর হাসান, ইস্রাফিল ইসলাম, শাহজাহান মুকুল, মৃণাল কান্তি রায়, হারুন-অর রশীদ। গ্রেফতারকৃত ১৩ জনের মধ্যে ২ জন বহিরাগত ও ৫ জন ছাত্রদের অতিথি। গ্রেফতারকৃতদেরকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দার থানা থেকে ছাড়িয়ে আনেন।

এদিকে এ ঘটনায় গতকাল মধুর কেন্টিনে কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। তারা আগামী ১০ই এপ্রিল পল্টনে ছাত্রলীগের মহাসমাবেশকে সফল করার জন্য ছাত্রলীগের গ্রুপগুলোকে শান্ত থাকার নির্দেশ দেয়।